রেজিষ্টারি নং ৩৬ Registered No. 36 রেজিষ্টারি নং ৩৬

অমৃতবাজার পত্রিকা

ডাকমাশুল ৵০, ত্রৈমাসিক ২৸৶০, ডাক মাশুল ।৵০ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ৮৷০, ডাক মাশুল ১৷০ টাকা।
তি পংক্তি, প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার ৵০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵০আনা।

৬ ভাগ { কলিকাতাঃ—৩রা মাঘ, বৃহস্পতিবার, সন ১২৮০ সাল। ইং ১৫ই জানুয়ারি ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ। } ৪৯ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

—000—

কলিকাতা

বহুবাজার ষ্ট্রিট নং ৯২

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা যুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয়, স্মরণ শক্তি কম হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে। ইহা সেবন করিলে স্ফূর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইবে, ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাহারা এই মহৌষধ গ্রহণে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা লইবেন কিম্বা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

যাঁহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড, অর্শ, বহু মুত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হেয়ার প্রিজারভার।

নিয়ম মত কিছুদিন ব্যবহার করিলে যুবা ও মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিদিগের আর শুক্লবর্ণ চুল থাকিবে না। চুল ঘন ও পুষ্ট হইবে এবং মস্তকের চর্ম্ম প্রকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

ইহার প্রতি শিশির মূল্য ,, ,, ১ টাকা
ডাক মাশুল ইত্যাদি ,, ,, ,, ,, ৷০ আনা।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হিমসাগর তৈল।

যাঁহারা অতিশয় অধ্যয়ন ও মানসিক চিন্তা জন্য মাথার বেদনায় ও অবসন্নতায় কাতর থাকেন তাঁহাদিগের পক্ষে ও বায়ু প্রধান ধাতুর পক্ষে এই তৈল অতীব উপকারী।

ইহার প্রতি শিশির মূল্য ,, ,, ১ টাকা
ডাক মাশুলইত্যাদি ,, ,, ,, ৷০ আনা।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার কলেরা ক্যাম্ফার।

ইহা এদেশীয় ওলাউঠা রোগের অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাত্রা এক বিন্দু হইতে ২০ বিশ বিন্দু পর্য্যন্ত।

ইহার আউন্স শিশির মূল্য ৷০ আনা
ডাক মাশুল ইত্যাদি ।৶০ আনা।

হেয়ার প্রিজারভার, হিমসাগর তৈল ও কলেরা ক্যাম্ফার নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায়।

বহুবাজার ৯২ নম্বরের বাটী ওরিয়েণ্টেল এপথিক্যারিশ হল, দাস সরকার এণ্ড কোম্পানির নিকট ও কালেজ স্কয়ার ১৪ নম্বরের বাটী মোহালানবিশ এণ্ড কোম্পানির নিকট। এবং চিতপুর রোড ২৮৩ নম্বরের বাটী, ইউনিভার্‌স্যাল মেডিকাল হলে তত্ত করিলে পাওয়া যাইবে।

রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের

শব্দ কল্পদ্রুম।

দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হইয়াছে মূল্য ১ টাকা, ডাক মাশুল ।৵০ আনা। প্রতি মাসে এক এক খণ্ড প্রকাশ হইবেক। দেবনাগরাক্ষরে শীঘ্রই প্রকাশ হইবেক।

শ্রীবরদাকান্ত মিত্র কোং,
কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাটী।

বিদ্যাপতি।

মহাজন পদাবলী সংগ্রহ ১ম ভাগ, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের জীবনী, গ্রন্থ সমালোচনা এবং বিদ্যাপতির মূলগ্রন্থ সটীক, মূল্য ১৷০ ডাক মাশুল ৵০ আনা। কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ৫৪ নং দোকান শ্রীযুত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং কোর নিকট, কিম্বা যশোর বগচর শ্রীযুক্ত অভয়চরণ দের নিকট এবং অমৃতবাজার পত্রিকা আফিসে প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীময় ঘটক প্রণীত দ্বিতীয়-চরিতাষ্টক মূল্য ৵০ আনা। সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ মজুত আছে। ইহাতে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার রাম দুলাল সরকার, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী (মুকুট রায়) দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রামগোপাল ঘোষ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং শম্ভুনাথ পণ্ডিত এই আট জনের জীবন চরিত আছে।

নিম্নলিখিত পুস্তক কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, কৃষ্ণনগর বালিয়াডাঙ্গায় ও বহরমপুর ট্রেনিং স্কুলে পাওয়া যায়।

সরভেইং ক্ষেত্রবিজ্ঞান তৃতীয় সংস্করণ
শ্রীযুৎ পার্ব্বতীচরণ রায়ের প্রণীত ১৷০
শুভঙ্কর গণিতের মূল প্রক্রিয়া
রাজার হিসাব ইত্যাদি
শ্রীযুৎ গৌরীকান্ত রায় প্রণীত ৷০
জরীপ কালীন ব্যবহার্য্য চাঁদা ৵০

শ্রীচন্দ্রকান্ত রায়।

B. M. SIRCAR'S ABROMA AUGUSTUM.

বাধক বেদনার মহৌষধ।

প্রায় এক বার সেবনেই যন্ত্রণা হইতে আরোগ্য লাভ হয় ও সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে।

উক্ত ঔষধ এবং সেবনের নিয়ম ডাক্তার ভুবন মোহন সরকারের নিকট কলিকাতা চোরবাগান মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রিট ৭৭নং ভবনে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

মূল্য ৩৷০ টাকা মায় ডাকমাশুল।

ব, এম সরকার কোং চোরবাগান কলিকাতা

সংক্রামক জ্বরের মহৌষধ।

সহস্র সহস্র পরীক্ষা দ্বারা এই ঔষধের গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে। হুগলী ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি সংক্রামক জ্বর প্রপীড়িত জেলায় ইহা বাহুল্য রূপ ব্যবহার হইতেছে। জ্বর, প্লীহা যকৃৎ, শোথ প্রভৃতি যে সমস্ত পীড়া মেলেরিয়া বা অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহার দ্বারা জন্মে তাহার বিশেষ প্রতীকারক। মূল্য ২ টাকা মায় ডাকমাশুল।

অর্শরোগের মহৌষধ।

বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অর্শ এককালে আরোগ্য হয়। মূল্য ১৷০ টাকা মায়ডাক মাশুল।

টাকরোগের মহৌষধ।

অনেকের বিশ্বাস যে, টাক কখন আরোগ্য হয় না কিন্তু এ ঔষধ ব্যবহার করিলে সে মত অবশ্যই দূর হইবে। মূল্য ১৷০ টাকা মায় ডাকমাশুল।

উক্ত ঔষধ কয়েকটি কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রিট ৩৪ নং ভবনে শ্রীযুক্ত বেহারিলাল ভাদুড়ীর নিকট পাওয়া যাইবে। ২৪

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণজনগণকে জানান যাইতেছে যে ভেটাগের পূর্ব্ব দ্বারের অন্তর্গত দাতমা নামক স্থানে ১৮৭৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে একটী মেলা হইবে। ৫ই ফেব্রুয়ারী মেলা আরম্ভ হইয়া পাঁচ দিবস থাকিবে। কিন্তু অভিলষণীয় হইলে অবস্থানুযায়ী যথা প্রয়োজন ঐ মেলার স্থায়িত্ব কাল বৃদ্ধি করা যাইবে। এবং তথাতে আবাস কুটীর প্রয়োজনীয় [illegible] সামগ্রী সমুদয় সংগৃহীত হইবে।

দোতমায় গমন করিবার জন্য ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর তীর দিয়া একটী পথ আছে। ঐ পথ সংস্কার করা যাইতেছে শকটাদি গমনোপযোগী হইবে এবং পান্থগণের অবস্থানার্থে পথপার্শ্বে কুটীর নির্ম্মিত হইবে ও বাণিজ্য কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে যতদূর হইতে পারে সুশৃঙ্খলা করা যাইবে।

মেলার স্থায়িত্ব কাল মধ্যে অশ্ব, গজ সঞ্চালন ও মনুষ্য ধাবন ইত্যাদিতে জয়ীগণকে পারিতোষিক প্রদান করা যাইবে।

১৮৭৩। ১৯এ ডিসম্বর
জেলা গোয়াল পাড়া
জুডিশীয়েল ডিঃ নেঃ

Poornanund Ba[illegible]
Extra. Asst: Commr.
For Offg.
Dy. Commr.

আমাদের মরণই মঙ্গল।

যখন বারাসতে মহামারি উপস্থিত হয় তখন ডাক্তার ইলিয়ট বলেন যে আস্‌শেওড়া গাছই জ্বরের মূল কারণ। তাহার পর আর এক মত উঠে যে কুইনাইনে দেশের সর্ব্বনাশ করিল। কর্ণেল হেগ সাহেবের মতে দরিদ্র লোকে যথোচিত রূপে আহার পায়না বলিয়া সংক্রামক জ্বরে দেশ উচ্ছিন্ন যাইতেছে। অনারেবল দিগম্বর মিত্রের মত অন্য রূপ। তিনি বলেন যে পয়ঃ নিঃসরণের পথ রোধ হওয়ায় এত সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। আবার একোনমিষ্টের সম্পাদক বলেন যে রেলওয়ে গাড়ির অহোরহ গমনাগমনের নিমিত্ত বায়ু রাশী কম্পিত হয়। এই কম্পিত বায়ু রাশি মনুষ্যের মস্তিষ্কে অনবরত আঘাত করে। ইহা দ্বারা মনুষ্যের শরীর দুর্ব্বল হয় এবং দুর্ব্বল হইয়া জ্বর দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া পড়ে। কিন্তু আমাদের একজন বন্ধুর বিশ্বাস যে এ দেশের সংক্রামক জ্বর কোন ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘন দ্বারা উৎপত্তি হইতেছেনা। তিনি বলেন যে "বায়ু রাশী দূষিত হইলে প্রকৃতি যেরূপ বজ্রাঘাত কি বাত্যা দ্বারা উহাকে দূষিত দ্রব্য হইতে বিমুক্ত করেন, সেইরূপ তিনি বাঙ্গলাকে অপদার্থ অকর্ম্মণ্য লোক সমূহ হইতে বিমুক্ত করিবার নিমিত্ত এই জ্বরের অবতারণা করিয়াছেন। বিধাতা দেখিলেন যে যে বঙ্গভূমির প্রতি বালুকাকণায়, প্রতি বারিবিন্দুতে, প্রতি বায়ু হিল্লোলে অপূর্ব্ব রত্ন খনি সকল সঞ্চিত রহিয়াছে, অপদার্থ বাঙ্গালি সেখানকার অধিবাসীর যোগ্য কখনই হইতে পারে না। বাঙ্গালি জাতি আপনার কি পরের দোষে ক্রমে ক্রমে এরূপ নির্গুণ অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠিয়াছে যে এ জাতি জীবিত থাকাতে শুদ্ধ পৃথিবী আপনাকে ভারাক্রান্ত মনে করেন না, যাহারা জীবিত থাকে তাহাদেরও জীবন বিড়ম্বনা মাত্র"। আমাদের বন্ধুর বিবেচনায় বিধাতা বাঙ্গলায় এরূপ মহামারি অবতারণা করিয়া দেশের বিশেষ মঙ্গল করিতেছেন। তাঁহার মতে "যে জাতি বাঙ্গালী দিগের ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন, সে জাতির মৃত্যুই শ্রেয়স্কর, শান্তি প্রদ ও মুক্তি প্রদ। এরূপ জাতির বিবাহ করা মহা পাপ, পরিবার বৃদ্ধি করা ততোধিক পাপ, আবার জীবিত থাকা পাপ ভোগের চরম অবস্থা। অন্যান্য দেশবাসীরা যেরূপ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত আত্মীয় স্বজন হত হইলে শোকাকুল হন না, প্রত্যুত আনন্দিত হন এবং হত ব্যক্তিগণকে লইয়া মনে২ গৌরব করেন, সেইরূপ বাঙ্গালি জাতির মধ্যে যাহারা প্রকৃত দেশ হিতৈষী, যাহারা আত্মীয় স্বজনকে হৃদয়ের সঙ্গে নিঃস্বার্থ ভাবে প্রীতি করেন, তাঁহারা যখন দেখেন যে তাহাদের কোন আত্মীয় [illegible] শয্যায় শায়িত, ক্রমে তাহার ইন্দ্রিয় সকল নিস্তেজ হইয়া শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, তখন তাঁহারা মনে মনে ভাবেন যে আজ ইনি পরি- [illegible] হৃদয় শীতল হইল, ইহার [illegible]। আমাদের বন্ধুর কথা বাতু- [illegible] লেও হয়, কিন্তু যখন তাঁহার [illegible] গুলি শুনিলাম তখন আমা- [illegible] পড়িল। তখন আমাদের [illegible] সর পূর্ব্বে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিই বা কি ছিল। আমরাই বা কি ছিলাম। এবং এখন আমরাইবা কি এবং অপর জাতিই বা কি। যে জাতির স্বাধীনতা জীবন ছিল এখন সেই জাতির পরাধীনতা জীবন। যে জাতি জগতের দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালন করিত সেই জাতির এখন অন্য জাতি ভিন্ন উপায় নাই, যে জাতি জগতকে জ্ঞান দান করিয়াছে সেই জাতিকে এখন দ্বারে দ্বারে জ্ঞানের ভিক্ষা করিতে হয়, যে জাতির অন্নে জগত প্রতি পালিত হইত সেই জাতি এখন অন্নাভাবে মৃত প্রায়। আমাদের আরও অনেক কথা মনে পড়িল, কিন্তু মনের কথা মনেই রহিল।

দেশের অন্ন কষ্ট ও কলিকাতার আমোদ।

আমরা যখন মফঃস্বল হইতে আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় পত্র গুলি পাঠ করি, যখন শুনি যে কোন কোন স্থানে লোকের এখনি অন্ন-কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, কোথায় জলাভাবে লোকে নানারূপ পীড়াগ্রস্ত হইতেছে, দস্যুবৃত্তির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, প্রজারা রাজস্ব বন্দ করিয়াছে, যখন আমরা বড় বড় জমিদারদিগের [illegible] যে তাহাদের জমিদারি রক্ষা করা এ বৎসর কঠিন হইয়া উঠিয়াছে—আমরা যখন গবর্ণমেণ্টের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় রিপোর্ট সমুদয় পাঠ করি, যখন দেখি যে গবর্ণমেণ্ট পাছে লোকে অন্নাভাবে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয় এই নিমিত্ত দেশ বিদেশ হইতে চাউল আমদানি করিতেছেন, নানা স্থানে পথ ঘাট প্রস্তুত করিতেছেন, রাজপুরুষেরা ক্রমাগত নানা স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেশের প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধান করিতেছেন—যখন আমরা সংবাদপত্রের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব গুলি পাঠ করি, তখন আমাদের আতঙ্ক উপস্থিত হয়, মনে মনে ভয় হয় এবার দেশের অদৃষ্টে না জানি কত কষ্টই আছে। কিন্তু আবার যখন গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া লাল বাজারাভিমুখে গমন করি তখন দেখি রাস্তার দুই পার্শ্ব নানা রঙ্গে রঞ্জিত। কোথায় হরিদ্বর্ণে ডেবকারসনের "মজার তামসা," কোথায় লোহিতবর্ণে বুলনডিনের বাজি, কোথায় পীত বর্ণে লুইস থিয়েটর, কোন দিকে শুভ্র বর্ণে রয়েল সারকস্. কোথায় নীল বর্ণে ইটালিয়ান সারকস, কোথায় ধূসর বর্ণে ইটালিয়ান ওপারা, কোন দিকে কৃষ্ণ বর্ণে ন্যাশনেল থিয়েটর, কোথায় পিঙ্গল বর্ণে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটর এবং কোথায় গোলাপী বর্ণে বেঙ্গাল থিয়েটর প্রভৃতি নানা রূপ আমোদ জনক বিষয় ও স্থানের নিমন্ত্রণ লিপি সকল অঙ্কিত রহিয়াছে। যখন আমরা এই দুইটী বিপরীত ভাব দেখি, তখন মন অস্থির হয়। আমরা তখন চিন্তা করি যে যে দেশের মধ্যে লোকে অন্নাভাবে পাছে অকালে কাল করালে পতিত হয় বলিয়া সকলে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন সে দেশে আবার লোকে কিরূপে আমোদের নিমিত্ত অবলীলাক্রমে এত টাকা ব্যয় করিতেছেন। অথবা যে দেশে লোকের আমোদ আহ্লাদ করার এত স্পৃহা আছে সেখানে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা অমূলক। ফল যদি প্রকৃত দেশে দুর্ভিক্ষ না হয় তবে কলিকাতার লোকে যে আমোদে মাতিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমাদের পরম আনন্দ হয়। যে দেশের লোকের অদৃষ্টে বিধাতা নানা রূপ কষ্ট লিখিয়াছেন, তাহাদিগকে দু দণ্ড আমোদে অতিবাহিত করিতে দেখিলে আমাদের মনে কষ্টের অনেক লাঘব হয়। বাঙ্গালির হাস্য মুখ দেখা এখন দুষ্কর। জীবনের নানাবিধ কষ্টে আমাদিগকে চিন্তা সাগরে অনবরত নিমগ্ন রাখিয়াছে। আমরা নিদ্রায় নিজের, প্রতিবাসীর, আত্মীয়, স্বজনের নানা রূপ কষ্টের বিষয় স্বপ্ন দেখিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠি, অনেক সময় আমাদের মনের গ্লানি অপমান প্রভৃতিতে আমরা নির্জন গৃহে বসিয়াও লজ্জায় অধোমুখ করি। আমাদের এই রূপ দুর্দ্দশা। সুতরাং যদি এ রূপ দেখিতে পাই যে আমাদের মধ্যে কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি দুই দণ্ড আমোদ আহ্লাদে বিমোহিত হইয়া নিজের অবস্থা বিস্মৃত হইয়াছেন ও তাঁহার বিমর্ষ মুখে হাস্য প্রকাশিত হইয়াছে, তখন আমাদের যে কত আহ্লাদই হয় তাহা জগদীশ্বরেই জানেন। কিন্তু যদি প্রকৃত বাঙ্গলার অদৃষ্টে আরো দুঃখ সঞ্চিত থাকে, যদি প্রকৃত বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে লোকের যে কি দুরবস্থা হইবে, বিশেষতঃ মধ্যবর্ত্তী ভদ্র লোক, যাহাদের পিতা পিতামহ এক দিন দেশের মধ্যে মহামান্য ছিলেন, সহস্র লোকের প্রতিপালক ছিলেন, সুখ স্বচ্ছন্দে দিন অতিবাহিত করিয়াছেন, এবং যাহাদের এখন দিন [illegible] হইয়াছে, এই দুর্দ্দশাপন্ন ভদ্র লোকদিগের কি দুরবস্থা হইবে, তাহা আমরা ভাবিতে পারি না। ১৮৬৫ সালে যশোহরে অতি সামান্য রূপ অন্ন কষ্ট উপস্থিত হয় এবং সেই সময় যে সকল ভদ্র লোক কষ্ট পান তাহাদের বিষয় আমরা কখন বিস্মৃত হইবনা। এক জন প্রধান বংশোদ্ভুত ভদ্র লোক শুদ্ধ চারিটী অন্নের নিমিত্ত ক্রমে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করেন, পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত শেষে তাহার কুল বধু স্ত্রীগণের পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত বিক্রয় করেন। এ বৎসর যে রূপ আশঙ্কা করা যাইতেছে তাহাতে লোকের ইহা অপেক্ষা সহস্র গুণ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। জগদীশ্বর না করেন, যদি ভদ্র লোকে এই রূপ দুরবস্থায় পড়েন, তাহা হইলে কি ভয়ানক বিষয় হইবে। যখন আমরা এই রূপ আশঙ্কা করি তখন আমাদের আমোদ আহ্লাদের কথা কিছুই মনে থাকে না। আমরা এখন আমোদে মাতিয়া শেষে বৈশাখ মাসে যদি শুনিতে পাই যে আমরা বাজি, ঘোড়ার নাচ ও ডেবকারসনের "বাঙ্গালী সং" দেখিয়া যে অর্থ ব্যয় করিয়াছি তাহা দ্বারা সহস্র ব্যক্তিকে মৃত্যু গ্রাস (ঈশ্বর না করেন) হইতে রক্ষা করিতে পারিতাম তাহা হইলে আমাদের মৃত্যুতেও মনের কষ্ট নিবারণ হইবে না।

হগ সাহেবের অবিচার।

কলিকাতার পুলিশ কমিশনার হগ সাহেব ধর্ম্মতলার বাজার সম্বন্ধে যে সকল অবিচার করিতেছেন তাহার কয়েকটী আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

২১এ [illegible] হীরালাল শীলের কর্ম্মচারী বাবু মহিমচন্দ্র [illegible], চৈতন্য বড়াল এবং বিদুর বড়াল দুইজন লোক সঙ্গে করিয়া মুন্সি বাবুর ঘাটে মৎস্য ক্রয় করিতে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে চৈতন্য ও বিদুরকে পুলিশ কনেষ্টেবলেরা ধরিয়া কয়েদ করিয়া রাখে। শেষে হীরালাল বাবুর

পক্ষীয় লোকেরা আসিয়া তাহাদিগকে খালাস করিয়া লইয়া যায়।

২২এ পৌষ তারিখে মুন্সি বাবুদিগের ঘাট হইতে একজন কনেষ্টেবেল একখানি ভেটকী মৎসের নৌকা বলপূর্ব্বক অন্যত্র লইয়া যাইতেছিল। বাবুদের লোকে জানিতে পারিয়া নৌকা ফিরাইয়া লইয়া আইসে।

২৬এ পৌষ তারিখে ধর্ম্মতলার গঙ্গাধরচন্দ্র নামক এক ব্যক্তির দোকানে মিউনিসিপাল কনেষ্টেবেল এই এস্তেহার খানি রাখিয়া যায়।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাতকরা যাইতেছে যে পশু হত্যালয় হইতে যে সকল মাংস লইয়া যাওয়া হয় তাহা উত্তম রূপে পরীক্ষা করিবার জন্য এই নিয়ম ১৮।৭৪ সালের ৯ জানুয়ারি হইতে প্রচারিত হইল যে দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত পশু উক্ত হত্যালয়ে রাত্রে ২ টা হইতে প্রাতে ৫ টা পর্য্যন্ত হত্যা করা হইবে।

রবট টরনবুল
সেক্রেটরি।

কিন্তু উক্ত এস্তেহার বাস্তবিকানুযায়ী কার্য্য হয় নাই।

২৭এ পৌষ ধর্ম্মতলার মাহামুদ নামক একজন কসাইকে মিউনিসিপালের লোকে মিথ্যা করিয়া পোলিসে চালান দেয় এবং ২৯এ তারিখে তাহার মকদ্দমা ডিসমিস হইয়া গিয়াছে।

ধর্ম্মতলার বাজারে যে সমুদয় কসাই মাংস বিক্রয় করে তাহাদিগকে লাইসেন্স দেয়ার পক্ষে কমিশনার সাহেব বিশেষ ব্যাঘাত দিতেছেন। পূর্ব্বে বাবু হীরালাল শীলের য়্যাটর্নি অনেক দরবার করিয়া দুইজনকে লাইসেন্স দেওয়ান এবং গত মঙ্গলবারে অনেক দরবার করিয়া আর ১০ খানা লাইসেন্স বাহির হইয়াছে।

বাবু হীরালাল শীলের লোকে রাত্রে গাড়িতে চিংড়ি ঘাটায় গমন কালে পোলিস কনেষ্টবল তাহাদিকে আটক করে।

সময় মত ধর্ম্মতলার বাজারে মৎস্য বিক্রেতারা আগমন করিতে না পারে এই জন্য বাবু হীরালাল শীলের মৎস্য বিক্রেতাদিগকে মিউনিশিপ্যাল লোকে বৈঠকখানা দিয়া আসিতে দেন না। তাঁহারা তাঁহাদিগকে ইটালি, রাণীমুদির বাগান প্রভৃতি দিয়া ঘুরিয়া আসিতে বাধ্য করে।

আমরা এই অত্যাচার গুলির কথা শুনিয়া অবাক হইলাম। হগ সাহেব আমাদের বিধাতা পুরুষ। তাঁহার হাতে কলিকাতার লোকের যথা সর্ব্বস্ব। সুতরাং তিনি এরূপ অত্যাচার আরম্ভ করিলে আমরা কাহার আশ্রয় লইব। আমরা উপরে যে কয়েকটী অবিচারের কথা বলিলাম ইহার যদি একটি সত্য হয় তবে গবর্ণমেণ্টের অচিরাৎ হগ সাহেবকে মিউনিসিপাল কমিশনরের পদ হইতে অবসৃত করা কর্ত্তব্য। কলিকাতাবাসীদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারা অবিলম্বে গবর্ণমেণ্টে আবেদন করেন যে হগ সাহেব যখন আমাদিগের রক্ষক হইয়া এরূপ অন্যায় আচরণ সকল করিতেছেন তখন আমরা তাঁহাকে আর নির্ভয়ে কলিকাতার সর্ব্বময় কর্ত্তার পদে রা[illegible] না। এবিষয়ে আমাদের সকলেরই স্বার্থ আ[illegible] এরূপ স্বেচ্ছাচারী হইলে আমাদের ধন প্রা[illegible] কিছুই নিরাপদ নহে। আজ তিনি বাবু হীরালাল শীলের বাজার ভাঙ্গিলেন, কল্য অপর আর এক জনের বাজার ভাঙ্গিবেন। তাহার পর আর এক জনের আর একটী গৃহ ভূমিসাৎ করিবেন। তাঁহার অসীম ক্ষমতা, তাঁহার যে পদ তাহাতে সহজে তাঁহাকে আইনের দ্বারা বাধ্য করা যায় না। আবার তিনি আমাদের অর্থ লইয়া আমাদিগের সর্ব্বনাশ করিবেন। মিউনিশিপাল বাজার দ্বারা শুদ্ধ বাবু হীরালাল শীলের অনিষ্ট হইবেনা ইহাতে আমাদেরও বিস্তর অনিষ্ট হইবে। তিনি প্রায় ৮লক্ষ টাকা দ্বারা মিউনিশিপাল বাজারটী প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহাতে আরো কত টাকা ব্যয় হয় তাহা কে জানে? এবং এত টাকা ব্যয় করিয়া ইহার পরিণাম কি হইবে? সম্ভবত ধর্ম্মতলার বাজার ভাঙ্গিয়া দুইটী বাজার হইবে। তিনি ইহাতে অন্যুন ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিলেন। এই টাকাগুলি যদি ৪ টাকা সুদে কোম্পানির কাগজ ক্রয় করা যাইত তবে আমাদিগের ৪০ হাজার টাকা আয় হইত। মিউনিশিপাল বাজার হইতে ইহার চতুর্থাংশ লাভ হয় কি না সন্দেহ। কলিকাতার করদাতৃগণের টাকা এই রূপ খেয়ালমত অপব্যয় করা হগ সাহেবের এই প্রথম কার্য্য নহে। তাঁহার সময়ের খেয়ালে ৫০ হাজার টাকা নিষ্ট হইল। কলিকাতার করদাতৃগণ এইরূপ লোকের হস্তে তাঁহাদের ধন সম্পত্তি কখনই ন্যস্ত রাখিতে পারেন না।

———

বাবু কেদারেশ্বর পাঁড়ে নামক একজন ভদ্র লোক আমাদিগকে লিখিয়াছেন;—প্রায় একশত বৎসর গত হইল, জয়পুরের মহারাজা সয়াই জয় সিংহ কাশীতে মান মন্দির নামে একটী সম্রাট সিদ্ধান্ত হস্তোদ্ধৃত যন্ত্রালয় নির্ম্মাণ করাইয়া এবং তথায় এক জন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত রাখিয়া সেখানে জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা করিয়া আসিতেছিলেন। ঐ মানমন্দিরে সম্রাট যন্ত্র, নাড়ীবল যন্ত্র, গোল যন্ত্র, গ্রহণ যন্ত্র, মাসিক যন্ত্র, দিগন্ যন্ত্র ও ভিত্তি যন্ত্র নামে সাতটী যন্ত্র গঠিত আছে। ঐ সকল যন্ত্র দ্বারা সময় নিরূপণ, চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রাদি নিরূপণ, গ্রহণ নিরূপণ, মাস ভেদে সূর্য্যের গতি নিরূপণ, দিক্ নিরূপণ ও পৃথিবীর গোলত্ব নিরূপণ করা যায়। সূক্ষ্মরূপে ঐ সকল যন্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিলে হৃদয়ে ভারি আনন্দ অনুভব হয়। এক্ষণে ঐ মানমন্দিরে জয়পুরবাসী সিউবগস জ্যোতির্বিদ নামে একজন পণ্ডিত আছেন। তিনি অতি উপযুক্ত লোক, তাঁহার চরিত্র অতি নির্ম্মল। ঐ মানমন্দিরের প্রতি তাঁহার বিশেষ যত্ন আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে (ঐ জ্যোতির্বিদের বাচনিক অবগত হইলাম) উহার প্রতি বর্ত্তমান মহারাজের আর বিশেষ যত্ন নাই। অধিক কি, ঐ জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত অদ্য পাঁচ বৎসর বেতন পান নাই। মহারাজা যদি এরূপ করিয়া থাকেন আমাদিগের বোধ হয়, সে কার্য্য ভাল হয় নাই। কারণ রাজাদিগের সাহায্য ব্যতীত এ সকল কার্য্য কখন সম্পন্ন হয় না। বিশেষতঃ ঐ মানমন্দির মহারাজের পূর্ব্ব পুরুষের প্রতিষ্ঠিত সুতরাং তাহার উহা সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষণীয়।

—:—

কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট নদীয়া জেলার জল কষ্টের বিষয় গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করায় জল কষ্ট নিবারণ নিমিত্ত কি২ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে বাঙ্গলার সমুদয় কমিশনারের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমরা জানি কৃষ্ণনগরে বাবু জয় নারায়ণ, বাবু দ্বারিকানাথ সরকার প্রভৃতি বিজ্ঞ এঞ্জিনিয়ারগণ যখন আছেন তখন আমরা এ বিষয়ে একরূপ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। কৃষ্ণনগরে যে জলকষ্ট হইবে তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলাম। কৃষ্ণনগরের কোন কোন স্থানে বিশেষতঃ জলঙ্গি, ভাগীরথী ও পদ্মা নদীর মধ্যস্থিত স্থান গুলিতে না আছে নদী, না আছে পুষ্করিণী, না আছে বাঁওড়। এ সমুদয় স্থানের এবার অন্নের ন্যায় জলকষ্ট হইবে। কৃষ্ণনগরে গোপাই, ইচামতি, মাথাভাঙ্গা, জলঙ্গি ও ভাগীরথী এই কয়েকটী নদী প্রবাহিত। ইহার মধ্যে ইছামতি জলঙ্গি ও মাথাভাঙ্গা প্রভৃতি নদী কৃষ্ণনগরের অনেক প্রদেশে জল প্রদান করে। ইছামতি নদীর অবস্থা একরূপ উত্তম আছে। জলঙ্গি ও মাথাভাঙ্গার মুখ বন্ধ হইয়া স্থানে২ কখন কখন শুখাইয়া যায়। এই দুইটী নদীর সংস্কার করা আবশ্যক। আমরা শুনিয়াছি এ দুইটীর সংস্কার আরম্ভ হয় কিন্তু কমিশনার সাহেব অর্থের অনটন বলিয়া এ বৎসর জলঙ্গির সংস্কার রহিত করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় কমিশনারের এ কার্য্যটী ভাল হয় নাই। কারণ এবার একেত এই নদীতে জল অপেক্ষাকৃত কম তাহার পর আবার মুখ বন্ধ হইলে সম্ভবতঃ অচিরাৎ ইহা শুখাইয়া যাইবে সুতরাং কমিশনার সাহেবের আজ্ঞা দ্বারা লোকের সমূহ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

নদীয়া জেলায় অনেক গুলি পুরাতন পুষ্করিণী আছে, এ গুলি সংস্কার করিলেও অনেক স্থলে জল কষ্ট নিবারণ হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট যদি অর্দ্ধেক ব্যয় সংকুলন করেন তবে নিশ্চয় লোকে অপর অর্দ্ধেক ব্যয়ের ভার বহন করিবে। এই প্রণালীতে নূতন পুষ্করিণী খনন করিলেও অনেক স্থলে জল কষ্ট নিবারণ হইবে।

আর একটী উপায় এই। কৃষ্ণনগরে অনেক গুলি বাঁওড় আছে বর্ষাকালে এই সকল বাঁওড় বিস্তর জলে প্লাবিত হয় আবার গ্রীষ্ম কালে প্রায় শুষ্ক হইয়া যায়। যখন গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভে বিল হইতে জল সরিয়া যাইতে আরম্ভ হয় তখন যদি ইহাদের মুখে বাঁধ দেওয়া যায় তবে এই বাঁওড় গুলি বারো মাস জলপূর্ণ থাকিতে পারে। এবৎসর আর ইহার সুবিধা নাই। আগামী বৎসর অবধি এটি করিলে সম্ভবত কৃষ্ণনগরের অনেকাংশ জল কষ্ট নিবারণ হইতে পারে। আমরা শুনিলাম কৃষ্ণনগরের স্থানে২ এই প্রণালীতে জল আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়া থাকে।

চতুর্থ উপায় পাতকুয়া খনন করা। এবৎসর সম্ভবতঃ এই উপায় দ্বারা বিশেষ উপকার হইবে। কৃষ্ণনগরের কালান্তর এবং ভাগিরথী ও জলঙ্গি নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী অনেক স্থানে এখন জলকষ্ট হইয়াছে। সেখানে পুষ্করিণী খনন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিলে লোকে জলাভাবে মরিতে পারে এবং এ সমুদয় স্থানে পাতকুয়া খনন করিয়া জলকষ্ট নিবারণ ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই।

THE AMRITA BAZAR PARTIKA

CALCUTTA—THURSDAY, the 15th Jan. 1874

We have been furnished with all the papers connected with the case of Babu Dina Bundhu Sanyal, late Sub-Registrar of Faridpore. The Babu has been dismissed under most extraordinary circumstances. If time and space permit we shall notice the matter in detail in a future issue and bring to light some official mystries which, we fear, will throw great discredit on the present Government.

The *Indian Mirror* is unaccountably uneasy under an imaginary impression that we are going to start a Punch called *Basantaka*. The *Mirror* needs not be alarmed, for we have nothing to do with the periodical. The extra sheet circulated along with the *Patrica* was simply an advertisement for which we were amply paid.

The public will be glad to learn that the assault case in connection with Babu Bunkim Chunder Chatterjee has ended in a satisfactory manner. Col. Duffin has eaten the humble pie. It appears that the Col. and the Babu were perfect strangers to each other, and he did not know who he was when he affronted him. On being informed afterwards of the position of the Babu, Col. Duffin expressed deep contrition and a desire to apologise. The apology was made in due form in open court where about a thousand spectators, native and European, were assembled. The scene must have been a very exciting and interesting one, for a European humiliating himself before a native is a rare spectacle. A correspondent informs us that this affair has taught a lesson to the European community at the station of Berhampur, and one of the highest functionaries present on the occasion said that "the native cause has been thoroughly triumphant in this matter."

The *Hindoo Patriot* finds fault with the Lieutenant Governor for simply reprimanding Mr. Beveridge, the Magistrate of Backergunge, who was charged with releasing two prisoners convicted and sentenced by the Sessions Court. Had our contemporary known what a great friend Mr. Beveridge is to the natives, and how he is loved and adored by the people of Burrisal, he would not have perhaps regretted the leniency which His Honor has shown towards this exemplary Civilian. Mr. Beveridge has only one failing and it is that he is a little too kind to the criminals. He is incapable of treating them harshly and unlike other Magistrates would rather pity their hard fates than look down on them with contempt. He would rather let off a supposed guilty man than see him punished under doubtful circumstances. It is this failing which has brought him to grief in the case referred to by the *Patriot*. Mr. Beveridge is certainly guilty for committing a legal blunder, but when we consider that he was morally right and actuated by the best of motives, we think we ought to be grateful to Sir George for simply snubbing the Magistrate for his blunder. A severer punishment would have perhaps rendered this excellent man a perpetual misanthrope, and the *Patriot* we believe would be the last man to lose such a friend of the natives.

The following is from Jessore :—

The weather is so cold here that one does not know whether he is in Bengal or in the up-country. I heard that snow fell in certain parts of Jessore but I did not see it myself and therefore cannot vouch for the accuracy of this fact. However I do not think it impossible that snow should fall when the weather is so extremely cold. I found the famine nowhere in Jessore. If the higher paddy lands have failed, the lower lands have yeilded ten-fold. The official return is 10 anna crop but I think it ought to be much higher.

Mr. Bowser the Civil Medical Officer has made over charge to Dr. Hutchinson who has the reputation of being a very nice man. Mr. Bowser annoyed the people of Rungpore and Baidyanath exceedingly and his unscrupulous career ends here in the Presidency division. Mr. Smith, the Magistrate, has acquired a high reputation for honesty, goodness and impartiality, and it is said that never in Jessore there was such an impartial Magistrate. Mr. O'donnel, his Assistant, had warmly espoused the cause of the dismissed man, and constantly pleaded to the Magistrate on his behalf, so that Mr. Smith was obliged to conceal the Bowser papers from his sight. Mr. Smith is in the muffosil and will be there for few weeks more. Mr. Lawford, the Judge, is dragging his slow length along. Mr. Harris, the Police Superintendent is the shrewdest man in the District. He is young, unmarried and his ability is such that probably he will rank in time very high amongst the officers of Government. But it is said that a certain Police Inspector exercises great influence on him, so that the shrewdest English man finds his equal or superior whenever he touches the soil of Bengal. The new Jailor, unlike Jailors of all climes, is a kind-hearted man. He has made a capital discovery and has added another name to the list of fibrous plants in India. He has found that the *Dharens* (ধ্রেঁশ ladys' finger or Ram's horn) plant even when ripe may yield very good fibre no way inferior to jute. Thus the *dharens* plants after the vegetables have been used might be utilized. Babu Ram Shanker Sen, the Dy. Collector has completed his valuable labors. His statistical reports of the Jhenida and Magoora subdivisions of Jessore have been published by Government and they will endure as long as Bengal does not sink into the womb of the ocean. The work begun by Babu Ram Shankar and so successfully carried on by him will be completed by the sub-deputies. Babu Rashbeharee Bose, the Cess Collector and the right hand of Mr. Smith has we hear applied for transfer, as his family and children are suffering from the evil effects of the climate. Babu Rashbeharee has yet to know that the atmosphere of the whole country has been poisoned and not of the Jessore district alone. We hope for the sake of the district that his request will not be acceded to. Babu Umacharan, another Dy. Magt., had a severe fall from his horse and is now convalascent. Messrs. Smith and Waller suffered also from similar accidents as also the Head Clerk Ambica Babu. Your Sir George ought to promote these officers. Babu Shama Churn Chatterjea was for six months in the Jhenida Subdivision, a place which has the reputation of being the residence of few Indigo planters. Natives as a matter of course are not allowed to take charge of such Sub-divisions and it is we fear by a clear oversight that Babu Shama Churn was allowed to go to Jhenida. Now it happened that while he was there the people of Mr. Sheriff of Sindooria were punished on several occasions and as a matter of course Babu Shama Churn was hastened to Head quarters and Mr. O'donnel sent there. Mr. O'donnel we hear has gone there with a determination to put a stop to the oppressions of Indigo planters. We wish him God speed and warn him to take care of the good cheers and blandishments of the planters. But how is it possible for the Indigo planters to oppress the people under the very nose of Mr. Smith. We hope Mr. Smith will direct his attention to the subject. Nobokumar Nath who has been dubbed Bahadoor by the people of Jessore on account of the Dr. Bowser case has displayed his exceeding good taste by attacking Babu Gunga Churn the Subordinate Judge in the newspapers in a case of his own decided against him by that judicial officer. The Jessore Municipality is a queer institution, it does not oppress the people and therefore does not perform its chief object of existence.

Our corresponndent appears to be somewhat sanguine as to the out-turn of food crops in Jessore. His strictures regarding Mr Harris are hardly worth noticing. Mr. Harris is not a man to be easily led by the nose by any body. Our correspondent states that sonow fell in certain parts of Jessore. A similar story reaches us from Ranaghat where it is said that congealed dews like twisted cotten fell in many places and did great injury to vegitables. A few persons are said to have died in Lucknow of extreme cold.

Amendment of the Criminal Procedure Code—Time has at last arrived, the time which we were anxiously and impatiently expecting. Perhaps the prayers of 200 millions have been at last heard by the Lord of the Hosts. It cannot be the intention of a merciful Father to see a whole race of human beings trampled under foot by another. No, we cannot believe that and we have prayed long and deep to our Father in Heaven to deliver us from the Criminal Procedure Code. The prayers of the Negroes were at last heard. Who ever hoped that the Negroes will be emancipated through the help of their white masters? Who knew before that the indigo ryots will be at last delivered from the galling subjection of their masters? The deepest wound ever given to a nation by another is not deeper than the one given to us by the English in introducing this inhuman code. It is not wholesale massacre, and the burning of villages and towns which is the greatest of all injuries. The English did that after the suppression of the Sepoy war, but we have forgotten it and forgiven them simply because at that moment they were delirious with excitement and mad for revenge. But the introduction of a cruel Criminal P. Code is killing by inches, it is draining the life blood of the nation, of its energy, self-respect and independence. It is crushing by a slow and gradual pressure but alas! are we not already sufficiently humbled? What have we done to merit this punishment? Are we a turbulent race, are we obstinate, proud, fierce and blood-thirsty that it is necessary that we should be bled a little to keep us in proper bounds? Do we not pay our taxes, are we not humble before our English masters, are not our greatest lords and rajas as if nothing before a common Englishman? Are we not mild, submissive, weak in body, crushed in spirit, poor, sickly and helpless? Why then such a Code upon us! Already the appearance of a constable in a village makes the inhabitants tremble with fear, degradation of a nation can scarcely go lower. Under such a terrorism can a nation thrive? Yet Sir George Campbell says that ours is "the best Code of Criminal Procedure Codes in the world." Mr. Hobhouse intended to make certain amendments regarding the whipping sections, but the opportunity was taken to make certain other amendments of the Code, which seemed necessary or expedient. A notice to this effect seriously alarmed the Lieutenant Governor of Bengal, he was not sure how far the scythe of amendment was to be applied and His Honor was very anxious for his favorite sections, that is, those which excited the greatest alarm in the people and drew forth the severest condemnation from them. He therefore collected the opinions of his subordinates regarding the summary powers of the Magistrates and published them in the *Gazette*. When Mr. Hobhouse moved for the amendments His Honor said that they were too unimportant, that the Code was the best in the world and so forth. Why, if the Code be the very best in the whole world, is it not introduced in England? Here in this country it is possible to introduce any barbarous and inhuman Code and prove it to be the best of all Codes in the world, backed by 60,000 bayonets. Here every thing is possible. One thing consoles us. Lord Northbrook is a generous man and Mr. Hobhouse is a generous man. Indeed the Code was so framed that any amendment can but only improve it, but yet we are extremely grateful to Mr. Hobhouse for the modifications that he proposes. The following amendments among others will no doubt slacken though in a slight degree the bonds of servitude which the so-called best Code in the world is calculated to effect. We shall speak in the words of Mr. Hobhouse :—

Section 272 of the Code declares that the rules of limitation shall not apply to appeals against acquittals prescribed under that section. This provision was doubtless intended only to get rid of the very short limit fixed by Act IX of 1871, but it leaves the right of appeal by the Crown without limit and clause 3 of the Bill proposes to fix a period of one year within which such appeals must be brought.

The Bombay High Court has lately held that, in rejecting an appeal under section 278, the Appellate Court has no power to enhance the sentence. The Bill, clause 5, adopts this ruling.

Section 296 is incomplete, and might be held to authorize any Session Judge or Magistrate who considers that an accused person has been improperly discharged, to direct him to be committed for an offence with which he had not been charged. Clause 6 therefore (in accordance with the ruling of Phear, J., in *Regina* v. *Taraknath Mukerji*, 10 Bengal Law Reports, 285) declares that the committal must be for trial upon the matter of which the accused has been improperly discharged.

The last paragraph of section 464 enacts that no error or defect in any judgment shall invalidate the proceedings. The intention of the legislature was of course to confine the operation of this clause to merely formal errors and defects. Clause 12 of the Bill expresses this clearly.

Now is the time to see whether there is any spark of vitality left in the nation. Mr. Hobhouse promises that this opportunity will be taken to make certain other amendments of the Code which seem necessary or highly expedient. In the name of humanity we beseech the leaders of our Society not to let slip such an opportunity. Sir George has tried to prove by collecting the opinions of his subordinates that the Code was working well and popular, let us prove to the world that this is a simple misrepresentation. Our Lieutenant Governor purposes, to take advantage of the apprehended famine to sow broad-cast the power to try su[illegible] amongst the Magistrates; let us also take advantage of this opportunity to press upon the attention of Lord Northbrook and Mr. Hobhouse that such high powers should not be given to man in a peaceful and civilized society. Let us also plead in a body to remove the barriers now placed against preferring appeals in criminal cases. As long as the judges shall possess the power of enhancing the punishment awarded by

the lower court so long the people will not dare but in extreme cases to prefer appeals. The section providing for appeals against acquttals is a dangerous power vested in Government. Then trial by Jury is a boon prized by every civilized nation in the world but it has been done away with by the very best Criminal Procedure Code in the world. Indeed every section of the very best Code is but a link in the chain which is calculated to bind us hand and foot. It was said by a Magistrate that the alarm created by the Criminal Procedure Code was dying out, let us shew that the alarm has not subsided, that we have only doggedly resigned ourselves to our fate because we are helpless and have no voice in the administration of our own country. We call upon our countrymen to come forward to represent their views and opinions regarding the very best Code in the world and we hope the nation will respond to our call. We hope the epidemic stricken, the famine stricken, the lame, the old and the young will feel their pulses beat when we call upon them to come forward in such a cause. Not upon the Bengallees only but we call upon our brother of Bombay, Madras, Punjab, North-West and Oude not to let slip such an opportunity. The time has come, Mr. Hobhouse has promised to take this opportunity to make other amendments which appear necessary or highly expedient. Now Lord Northbrook is an honest man and so is. Mr. Hobhouse. Let us prove to them that it is necessary for the well-being of His Majesty's 200 million subjects in India that the most obnoxious of the Code should be amended ; that it is highly expedient to remove a discontent which is deep-seatid and universal. What is a multiplicity of taxes to the liberty of the subject ? And did we not at one time succeed with Lord Northbrook in our prayers regarding the Municipal Bill in spite of Sir George Campbell ? Strike hard and and harder, the hard iron will melt. What if we failed once with Lord Northbrook ? He was then newly come, it was not perhaps proper for him to modify an important measure introduced by his predecessors. Previously there was an intention on the part of the Surpreme Government to make certain changes regarding the section relating to whipping. But gradually several other changes were introduced and adopted. Now let the nation propose certain other changes. We hope the British Indian Association will take lead in the matter. The Association has an account to settle with the nation. It was through the negligence of this body that the Code was allowed to pass without a protest. We have some living and some half dead Associations all over the country. The Rajshye, the Dacca, the Krishnagore, the Jessore, the Burrisal and other Associations should lose no time to come forward with their petitions. Let us press Lord Northbrook and Mr. Hobhouse from all sides. Messrs Bayley, Inglis, Dalyell, and Hobhouse are appointed to form a Committee on the Bill to amend the Criminal Procedure Code. Raja Romanath Tagore should have been appointed also, the only native properly so-called in the Supreme Legislative Council.

EDUCATION IN THE PRESIDNCY DIVISION—The Report of Mr. Inspector Woodrow for 1872-73 is just out, and it is a production of a very superior order. Engage Mr. Woodrow in conversation and you find him an ordinary man, but you read his report and you are at once struck with admiration. Report writing is Mr. Woodrow's forte and he is perhaps the best report writer in India. Not that he excels only in report writing, he is more successful and experienced than any other Inspector. But it is in his reports that Mr. Woodrow stands unrivalled. His reports teem with interesting matters and they are at once a mine of social and statistical informations, from which the curious can learn a great deal. Sir George has thoroughly reorganized the Education Department, but his genius has failed to see that all Educational officers have their especial fortes, and if he had divided the duties of the department amongst the officers best fitted to perform them, that would have been an improvement indeed. Mr. Woodrow should have been solely employed to perform the reporting business of the department, Babu Bhoodev the scheming, Mr. Fallon the penal, and Babu Jaggat Chandra the traveling. If mere change was the object of His Honor's measures this would have served his object with a vengeance. See how Mr. Woodrow, an humble slave in the hands of the Lieutenant Governor, complains of the changes introduced by the resolution of 30th Sept., 1872. He says he has to obey the Commissioners of the Presidency and Choto Nagpore Divisions and the Director of Public Instruction, and he does not know what his relation is with the seven Magistrates and Deputy Commissioners, and the Vice-presidents of as many Districts. His Honor should define the relationship which exists between all these officers, whether they are maternal cousins, uncles or brothers-in law to each other. Then again Mr. Woodrow says the Sub-Inspector is somewhat perplexed as to the obedience due to the several authorities above him, the Sub-divisional Committee, the District Committee, the Deputy Inspector and the Inspector, for all these authorities may issue directions to him. Mr. Woodrow does not st te the relationship between the Commissioners and the Director, that relation must be very queer indeed. The thing is, the Director under the present system is a nonentity though he be the Director, the Commissioners are some-bodies if they would and the Commissioners have very little time to look after the education department. Too much afraid to offend His Honor and yet bewildered on the labyrinth of the new system Mr. Woodrow gives vent to his feelings thus. "There are too many wheels required to work in union. Experience will show how the present machinery may be best simplified." One who adds too many wheels to a simple machinery which was previously working well is not after all a good artist. By the resolution of the 24th May, 1872, the assignments for Government Higher Schools were reduced. By the resolution of the 30th September, 1872, was established the new system of primary education, and the 'too many wheels' added to the machinery ; and by the resolution of the 5th October the whole system of scholarships were remodelled. These are the great changes which have been effected and we have more than once commented upon them in detail. What the object of Government was in introducing these changes we have no means of knowing, but the effect of these measures lie on the surface. Higher education has been bled freely to sustain and cherish the so-called primary education, consisting of reading and writing *the Vernacular of the district,* arithmetic, Bazar and zemindaree accounts and simple mensuration. The education of the Mahamudans has deeply engaged the attention of the Government, of all the educational officers and of all the executive officers connected with education but especially of Mr. Woodrow. Why the Mahamudans do not avail themselves of our educational institutions and how are they to be tempted to come to our schools? These are very important questions and the subject itself is a very important one. *Firstly* a word on behalf of the poor and fallen is a very meritorious act and is soothing to the soul. *Secondly* such words on their behalf are calculated to please the Mahamudans, who lately supplanted from all powers are not in very good humor. *Thirdly* such words are calculated to pit one race against another. No wonder then that the subject should demand such earnest attention. Mr. Woodrow's plan was to admit the Mahamudans at a lower schooling fees than the Hindoos and offer them larger rewards, but this plan was not approved by Government. The thing is, Government is creating a diffculty, unknowingly or knowingly we do not know, where there is none. What is the position of the Mahamudans who form a majority in Bengal ? Let Mr. Smith the Magistrate of Jessore answer the question. The following table compiled with great care by Mr. Smith from the Income tax returns will show the poverty of the Mahamudans.

	Rs. 200 a year	Rs. 1000 and upwards	Rs. 200 to Rs. 1000
Mahomudns	85	15	70
Hindoos	881	220	661

Now these Mahamudans form the majority of the population. Is it possible for such a poor race to educate their children ? Now there is only one way to tempt these men to come to the schools. Make them richer and then these Mahamudans will show equal intelligence and aptitude with the Hindoos. The next question is who are these Mahamudans ? Mr. Beverly says in his census report that the Mahamudans of Bengal "were to a great degree converts from the non-Aryan tribe, which hade effected a lodgement among the lower eastes of Hindoos." We said the same thing sometime ago. The Hindoos do not admit new-comers, and rarely admit the outcasted; the Mahamudans do, and those who fell from the Hindoo society found an asylum in the Mahamudan society. The *Piralees* thus fell but being Bramhins they were too proud to enter into the Moslem society and remained apart. But the lower classes had no such pride, they were despised by the Hindoos, but the Mahomudans gave them almost equal social privileges, and thus the ranks of the Mahamudan converts gradually swelled and they now out-number the Hindoos. If these men remained unconverted still their poverty and low intelligence would have been an insuperable bar to their shining in our educational institutions. It is therefore not the Mahomudans who do not come to our schools but the lower and poorer class of Hindoos converted sometime ago by the Mahamudans.

Mr. Woodrow says that the educational destitution of the people is deplorable and the provision made by the Lieutenant Governor for primary education though so very liberal is quite inadequate for the purpose. In Bengal childern under 12 years of age form 34·5 per cent. of population, the proportion of children to adults is therefore 5·1 per cent greater in Bengal than in England. While proportionately Bengal has fewer schools. Now to remove the educational destitution of the country, it is not necessary to multiply schools but to reduce the taxes and to remove the extreme wretchedness of the people. So long as the people are poor and destitute, they will care very little to educate their children. Philanthropists and educational officers should always bear this in mind. The value the people set upon English education is shown by the fact that for every rupee given by the Government for English the people give two, and for vernacular rupee one. The total number of pupils in the Presidency Division exclusive of Calcutta is, in all classes of schools, 77,774 and they are thus divided according to race and creed.

	Total number	Percentage.
Bengalis	51765	66.56
Mahamudans	14·661	18·84
Christians	799	1·03
Europeans	211	·35
&	&	&

Of these 51,765 Hindoos, for Bengalees is not an expressive term since Mahamudans of Bengal are Bengalees too, 33, 073 form the middle or upper classes, or from Novashakh upwards. The Bramhins are still the most nuemerous class taking all the schools together and next the Novashakhs. The Kyasthas, Vaidyas and Khetris together do not aggregate so many as the Novashaks. In the higher schools the Brahmins form more than half of the total numbers in Nuddea, a third part in the 24 Per. gunnas, and a fourth part in Jessore. In Jessore the Kyasthas thus form two-thirds of the numbers in higher schools. The Vadyas are the best educated class of the community considering their number. In Jessore the stronghold of Vaidas they number 3259, the Brhamins 51, 999 and the Kayasthas 90640. Mr. Woodrow has published a separate report for Calcutta, of which if possible, hereafter.

ADVERTISEMENT.

NATIONAL THEATRE.

Saturday, the 17th Jan. 1874.

THE ELEGANT COMEDY

কুসুম কুমারী

Or

SHAKESPEAR'S CYMBELINE.

To conclude with

WONDERFUL, WONDERFUL

EXHIBITIONS OF

CHEMICAL OPERATIONS

AND

MAGICAL EXTERTAINMENTS

BY

Chemical Professors,

Lately arririved from Europe.

সংবাদ।

—মাহিগঞ্জ হইতে বাবু যাদবানন্দ রায় লিখিয়াছেনঃ—"বিগত ৫ই জানুয়ারি সোমবারে অত্র জেলার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও ভূম্যধিকারী মহোদয়েরা উপস্থিত দুর্ভিক্ষ পীড়িত দীন দুঃখীদিগের অন্নানুকুল্যের নিমিত্ত এক মহতী সভার অধিবেশন করেন। উক্ত সভায় অত্রত্য সুপ্রশংসিত, কার্য্য কুশল মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মেঃ গেল্‌জিয়ার সাহেব বাহাদুর ও সিবিল সারজন কে, ডি, ঘোষ, এবং কতিপয় প্রধান প্রধান ভূম্যধিকারী উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রাগুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর ৫০০৲ শ্রীযুক্ত বাবু দক্ষিণামোহন রায় চৌধুরী ১০০০৲ শ্রীযুক্ত বাবু জানকীবল্লভ সেন ৫০০৲ শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায় ৫০০৲ শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন রায় চৌধুরী ৫০০ শ্রীযুক্ত রায় লছমীপত সিংহ দুগড় বাহাদুর ৫০০৲ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র সিংহ দুগড় বাহাদুর ৫০০৲ এবং অন্যান্য কয়েক জন জমীদার কিছু কিছু দিয়া সাকল্যে ৫৫০০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। শুনিলাম সভায় যাহারা উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদিগের নিকটেও যিনি যাহা দেন তাহা লইয়া গবর্ণমেণ্টের অঙ্গীকৃত সম সংখ্যক মুদ্রা সহযোগে চাউল ক্রয় এবং তাহার দ্বারা অন্ন প্রস্তুত হইয়া এই জেলার উপায়-হীন দীন দুঃখীদিগকে বিতরণ করা হইবে। সর্ব্বোচ্চদান-স্বাক্ষরকারী দক্ষিণামোহন বাবুর অবস্থা অনেক জমীদার হইতে সমুন্নত না হওয়াতেও তাঁহার তাদৃশ মুক্ত হস্ততা যার পর নাই প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই।"

—ফাষ্ট আর্ট পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রগণ ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছেনঃ—১ম শ্রেণী ত্রিগুণাচরণ সেন প্রেসিডেন্সি কলেজ; বিপিনবিহারি গুপ্ত হুগলী কলেজ; পরেশনাথ চাটুর্য্যে প্রেসিডেন্সি কলেজ; অধরলাল সেন প্রেসিডেন্সি; প্রমথনাথ বসু কৃষ্ণনগর; হরিদাস মুখর্য্যে প্রেসিডেন্সি; পূর্ণচন্দ্র দত্ত ঐ; যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখর্য্যে ঐ; কালী মোহন সেন ঐ; অন্নদাপ্রসাদ বসু ভবানিপুর কলেজ। দ্বিতীয় শ্রেণী হুগলী কলেজে নরেন্দ্রনাথ বসু, হীরালাল মুখর্য্যে, ও বামাপদ মুখর্য্যে; প্রেসিডেন্সি কলেজে সুরেন্দ্রনাথ দাস, দেবেন্দ্রনাথ বসু নীলকণ্ঠ মজুমদার, দুর্গাদাস বসু, শরৎচন্দ্র মিত্র পাঁচকড়ি দে, মধুসূদন কুণ্ডু, নগেন্দ্রনাথ সরকার, যদুনাথ ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বাগচী, লালমোহন সেন, উমাপ্রসাদ রায়, যাদবচন্দ্র ঘোষ, কালিপদ ঘোষ, চণ্ডীদাস ঘোষ, গদাধর সেন; সংস্কৃত কলেজে হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য; ক্যাথিড্রাল মিসন কলেজে মোহিনীমোহন দত্ত; লা মার্টিনিয়ার কলেজে এইচ ইউইং; ভবানিপুর কলেজে যদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও পূর্ণচন্দ্র হালদার; কৃষ্ণনগর কলেজে বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়; বাহরামপুর কলেজে ব্রজেশচন্দ্র সিং, ঢাকা কলেজে দ্বিজদাস দত্ত, মহিমমোহন বসু, তারাপ্রসন্ন দাস, ভগবতীচরণ বন্দ্যো, সোয়েদ গয়েজ আদ্দিন হোসেন নবকুমার চক্র; পাটনা কলেজে সোয়েদ খাবরাত আম্মেদ মথুরানাথ ধর, অখিল [illegible] প্রসাদ, অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী, ক্লামাখ্যানাথ মুখো, এবং কটক হাই স্কুলে কৃষ্ণচন্দ্র মায়তি।

—এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রগণ প্রথম শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছেন। কারেল সাহেব সেণ্ট জেবিয়ার্স কলেজ; সূর্য্য কুমার আগষ্টি কুচিয়াকোল রাজগ্রাম স্কুল; উপেন্দ্র কৃষ্ণ দত্ত হিন্দু স্কুল; বিভারিজ সাহেব ডবটন কলেজ; নন্দলাল ঘোষ হিন্দু স্কুল; বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ঢাকা কলেজ; বিনয় কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মেট্রোপলিটান ইনিষ্টেটিউসন; শিতল প্রসাদ গয়া স্কুল; দেবেন্দ্রনাথ চট্টো হিন্দু স্কুল; সারদা প্রসাদ ঘোষ মেট্রোপলিটান ইনেষ্টিটিউসন।

—উক্ত পরীক্ষায় বর্দ্ধমান ডিবিজনে নিম্ন লিখিত ছাত্রগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছেন। শ্রীনাথ ঘোষ কোন্নগর স্কুল; হরিদাস বন্দোপাধ্যায় চুঁচড়া ফ্রি চার্চ্চ; উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উত্তর পাড়া; ধর্ম্মদাস সাহা কুচিয়াকোড় রাজগ্রাম; নরেন্দ্রপ্রসন্ন সিং বিরভূম স্কুল; রামদয়াল পাল তমলুক স্কুল। উক্ত ডিবিসনে তৃতীয় শ্রেণী ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রগণের নামঃ—ভূষণচন্দ্র বন্দ্যো হুগলি কলেজ; গোকুলচন্দ্র ভাদুড়ি হাবড়া স্কুল; অমেরেন্দ্র নাথ বসু মেদিনিপুর হাইস্কুল; রামনারায়ণ আগাস্তি কুচিয়াকোড় রাজগ্রাম; কমল্যাখ্যা চট্টোপাধ্যায় বিরভূম জিলা স্কুল; নীলকণ্ঠ রায় মেদিনিপুর হাই স্কুল; কান্তিচন্দ্র মিত্র কাটাও স্কুল; বেহারিলাল বসু, জ্যোতীষচন্দ্র বন্দ্যো বর্দ্ধমান মহারাজার স্কুল; ললিত মোহণ দে, রামকৃষ্ণ শিল কালনা স্কুল; সুখ দেব চৌধুরি, অমৃতলাল রায়, শশীভূষণ মল্লিক হাবড়া স্কুল; মুকুন্দদেব মুখো; প্রিয়নাথ চট্ট হুগলী কালেজ; শ্যামাচরণ পাল গার্ডেন রিচ স্কুল; কেদারনাথ পাল কোন্নগর স্কুল; হরিপ্রসাদ ঘোষাল চুঁছড়া ফ্রি চার্চ্চ; বিপিন বেহারি দে বীরভূম স্কুল।

—রাজসাহী ডিবিসনে নিম্নলিখিত ছাত্রগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেঃ—হরিচরণ বসু বহরমপুর কালেজ; জগদীশচন্দ্র রায় খাগড়া; শ্রীনারায়ণ মুন্সি, আনন্দ গোবিন্দ চৌধুরি বোয়ালিয়া হাই স্কুল; অবিনাশচন্দ্র বন্দো দিঘাপতিয়া। তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রগণের নামঃ—ধরনাথ রায় খাগড়া; যাদবচন্দ্র চৌধুরি, তারকনাথ নেউগী বোয়ালিয়া হাই স্কুল; হরেন্দ্রনারায়ণ সিং বহরমপুর কলেজ; মহেশ্বর ভট্ট, শশীকুমার চক্রবর্ত্তী মালদহ; হরিদাস বসু দিনাজপুর; হরিশ্চন্দ্র রায়, চন্দ্রমোহন দাস রঙ্গপুর; উমেশচন্দ্র মৈত্র পাবনা; মোহিনীচন্দ্র সেন সিরাজগঞ্জ; উমেশচন্দ্র রায় বগুড়া।

—ঢাকা ডিবিসনে নিম্নলিখিত ছাত্রগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেঃ—গুরুগোবিন্দ পাটাদার, জানকীনাথ বিশ্বাস ঢাকা কলেজ; আনন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী জগন্নাথ স্কুল; সুন্দরমোহন দাস সিলেট; কালীশঙ্কর শুকুল, হরিচরণ সরকার ময়মানসিং। তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রগণের নামঃ—কুঞ্জলাল নাগ, যোগেশচন্দ্র রায়, আশুতোষ সরকার, মহিমাচন্দ্র মজুমদার, শিতলাকান্ত চট্ট ঢাকা কলেজ; ক্ষেত্রমোহন মুখো সিলেট; সারদারঞ্জন রায় ময়মানসিং, উমেশচন্দ্র সেন, গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ফরীদপুর; প্রিয়নাথ মিত্র, কেদারনাথ গুপ্ত, কৈলাসচন্দ্র চক্র বরিশাল।

—চট্টগ্রাম ডিবিসনে নিম্ন লিখিত ছাত্রগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। নীলকমল রায় কুমিল্লা; রজনীকান্ত বসু নোয়াখালী। তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রগণের নামঃ—রজনীকান্ত চট্ট; কমলচন্দ্র দত্ত কমিল্লা; মথুরানাথ দত্ত আলবার্ট ইনিষ্টিটিউসন; গুরুনাথ সেন, আমন আলি চট্টগ্রাম; আনন্দকান্ত হালদার নোয়াখালি।

—ত্রিপুরার রাজধানী হইতে বাবু নবকুমার সেন এই আশ্চর্য্য সংবাদটি লিখিয়াছেনঃ—"ত্রিপুরার অন্তর্গত নুরনগর পরগণার অধীন মেরকুটা নিবাসী তালুকদার বাবু ভৈরব কুমার চৌধুরীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মৃত্যুর ৮। ৯ দিবস পূর্ব্বে গণিয়া বলেন যে তিনি সত্বর এ পৃথিবী ত্যাগ করিবেন। প্রথমে তাঁহার কথা কেহ বিশ্বাস করে না, কিন্তু মৃত্যুর তিন দিবস পূর্ব্বে তিনি পীড়াগ্রস্ত হন ও তাহাতেই মৃত্যু হয়। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় যে যে দিবস তাহার মৃত্যু হয় সেই দিবস চারি ক্রোশ দূরে একটি নদীতে কয়েক জন জালিয়া মাছ ধরিতেছিল। ইহারা মৃত্যুর কথা কিছুই জানিত না। তাহারা ভৈরব বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নদীর অপর পারে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখেও তাহার নিকট গমন করে। তিনি তাহাকে নদী পার করিয়া দিতে বলেন। তাহারা তদনুসারে তাহাকে নদী পার করিয়া দেয়। তাহারা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে যে তিনি একাকী কোথা যাইতেছেন; তাহাতে তিনি বলেন যে তিনি কাশী যাইবেন ও তাহার সঙ্গে লোক আছে, তাহার পশ্চাৎ আসিতেছে জালিয়ারা পশ্চাৎ কোন লোক না দেখিয়াও তাহাকে ব্যস্ত সমস্ত দেখিয়া ভাবিল যে তিনি রাগ করিয়া বাটি হইতে পলায়ন করিতেছেন। ইহা ভাবিয়া তাহারা ভৈরব বাবুর বাটি আসিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত বলে, কিন্তু যখন তাহারা শুনিল যে বাবুর ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছে তখন তাহারা ভয় ও বিস্ময়ে একেবারে অবাক হইয়া থাকিল।"

—যশোহরের অন্তর্গত বগচরের প্রসিদ্ধ ধনী বাবু আনন্দচন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যু হইয়াছে। ইনি অতিশয় ভদ্র ও বিনয়ী ছিলেন।

—কয়েক দিন হইতে কি ভয়ানক শীতই পড়িতেছে যেন বরফ ঢালিতেছে। তুলা ধুনিলে যেমন চতুপার্শ্বস্থ দ্রব্যাদির উপর একটী সাদা আবরণ পড়ে, প্রাতঃকালে ঘরের চালের ও ঘাসের উপর ঠিক সেই রকম দেখিতে পাওয়া যায়। আরও শুনা গেল রাণাঘাটের নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামে এক গৃহস্থের বাড়ীর উঠানে রাত্রে একটী নাদায় কিঞ্চিৎ জল ছিল। প্রাতে দেখা গেল উহা জমিয়া গিয়াছে! শীতে তরিতরকারির গাছ হাজিয় গেল।———গ্রামবাসী

—কাবুলের আমীর অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যাকুব খাঁর সহিত তাঁহার ক্রমশঃ অসৌহার্দ্যতা বৃদ্ধি হইতেছে। যাকুব খাঁ সম্ভবতঃ কাবুলের সিংহাসন আরোহণ করিবেন। ইনি ইংরাজদের উপর অত্যন্ত চটা।

—আফ্রিকার অন্তর্গত নেটালের নিকট কোন স্থানের কাফ্রিদিগের সহিত কয়েক জন ইংরেজের বিবাদ হয়। শুনা যাইতেছে এই নিমিত্ত ইংরেজেরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবেন ও তাহাদের দেশ দখল করিবেন। আজ কাল ইংরেজদের দশা এই রূপই হইয়া উঠিয়াছে বটে।

—আটলাণ্টিক মহাসাগরে সম্প্রতি একটী বিষম সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। আমেরিকা হইতে ইওরোপ অভিমুখে একখানি জাহাজ গমন করিতেছিল। পথি মধ্যে অপর একখানি জাহাজের সঙ্গে উহার সংঘাত হইয়া ৩১৩ জন যাত্রী জলমগ্ন হয়। দুই প্রহর দুইটা গভীর রজনীকালে, যখন সকলে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, সেই সময় এই বিপদটী উপস্থিত হয়। সংঘাত উপস্থিতের সঙ্গে২ একটী ভয়ানক শব্দ হইয়া উঠে এবং নিদ্রিত ব্যক্তিরা দিশাহারা হইয়া দৌড়াইয়া জাহাজের ডেকের উপর আসিয়া উপস্থিত হয়। আসিয়া দেখে যে, সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। অপর একখানি জাহাজের গুলোকাঠ তাহাদের জাহাজের তল ছিদ্র করিয়া ফেলিয়াছে এবং জাহাজে ভয়ানক বেগে অনর্গল জল উঠিতেছে। সকলে ভয়ে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। কেহ হতাশ হইয়া ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিল, পিতা পুত্র মাতা কন্যা সকলে একত্রিত হইয়া নিস্তব্ধে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, সকলেই নীরব, কাহার মুখে এই সময় একটী মাত্র শব্দ শুনা যাইতে ছিল না। ১২ মিনিটের মধ্যে জাহাজ জলমগ্ন হইল। ইত্যবসরে জাহাজের একজন কর্ম্মচারী একখানি নৌকা জাহাজ হইতে সমুদ্রে অবতরণ করেন এবং তদ্দ্বারা কয়েক জনের প্রাণ রক্ষা হয়। যাহারা সমুদ্র মজ্জন হইতে রক্ষা পান তাহাদের মধ্যে এক জন এই ভয়ানক ব্যাপার সম্বন্ধে এই রূপ লিখিয়াছেন। "জাহাজের কর্ম্মচারী সমুদ্রে নৌকা অবতরণ করিলে উহাতে জন ৩০। ৪০ আশ্রয় গ্রহণ করে। আমরা মনে ভাবিলাম যে বুঝি ইহারা রক্ষা পাইলেন কিন্তু বিধাতার এমনি কর্ম্ম যে তাহারা নৌকা ভাসাইবেন এরূপ সময় জাহাজের একটি মাস্তুল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ইহাদের প্রায় সকলেই হত কি আহত করিল। জাহাজ যখন জলমগ্ন হয় তখন যে হৃদ্‌বিদারক ঘটনাটী আমি প্রত্যক্ষ করি তাহা আমার সম্মুখে আমি এখনও দেখিতেছি। সেই সময়ের গগনভেদী আর্ত্তনাদ, আহত দিগের চীৎকার, বিপদাপন্ন ব্যক্তি দিগের "ত্রাহি ত্রাহি" শব্দ জাহাজের মধ্যে বেগে জল প্রবেশের বল কল শব্দ আমার কর্ণ কুহরে এখনও যেন প্রবেশ করিতেছে। আমি সেই সমুদয় বীর পুরুষ যাঁহারা মৃত্যুকে দৃক্‌পাত না করিয়া বলিতেছিলেন "মৃত্যু যেখানে নিশ্চিত সেখানে আইস আমরা বীরের ন্যায় উহার ক্রোড়ে শয়ন করি" তাঁহাদের দম্ভ পূর্ব্বক বাক্য কখনই বিস্মৃত হইব না। জাহাজের ডেকের উপর যাহারা ছিলেন তাহাদের মধ্যে ফরাসীস একজন রোমান ক্যাথলিক পাদরির কথা আমি কখনই ভুলিব না। তিনি আপনার বিপদের প্রতি কিছু মাত্র লক্ষ্য না করিয়া কিসে সকলকে শান্ত করিবেন তাহা লইয়াই মহা ব্যস্ত থাকেন। আমি একবার শুনিলাম তিনি এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি ক্যাথলিক" "হা" "তবে অনুতাপ কর, আমি তোমাকে পাপ হইতে এখনই মুক্ত করিব।" এই কথা তাহার মুখ দিয়া বহির্গত হইতে না হইতে জাহাজ জল মগ্ন হইল এবং পাদরি প্রাণ ত্যাগ করিলেন। কিন্তু তিনি যে ব্যক্তিকে অনুতাপ করিতে বলেন তিনি রক্ষা পান। এই জল মজ্জন ইহতে বিশপ নামক এক জন সাহেব রক্ষা পান। তিনি এই বার দিয়া তিন বার এই রূপ সংঘাতিক বিপদে পতিত হন এবং ঈশ্বর ইচ্ছা তিন বারই রক্ষা পান। একবার তিনি রেলে যাইতে সমুদয় ট্রেন একটী জলাশয়ে প্রবেশ করে। তিনি গাড়ির গবাক্ষ দিয়া বহির্গত হইয়া সাঁতরাইয়া রক্ষা পান, আর একবার ঘূর্ণা বায়ুতে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইবার উপক্রম হয় এবং তৃতীয়বার এই জল মজ্জন।

—ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব মহারাজ্ঞী ইউজিন এক্ষণ ইংলণ্ডে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। ইনি মাঝে মাঝে কুইনবিক্টোরিয়ার নিকট গমন করিয়া থাকেন। কালের কি বিচিত্র গতি! তিন বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ্ঞী ইউজিনের হাস্য মুখ দর্শন করিতে পারিলে ইউরোপের সমুদয় রাজা ও রাজ্ঞীগণ আপনাদিগকে ভাগ্যবান জ্ঞান করিতেন, এক্ষণ সেই মহারাজ্ঞীকে নগণ্য অবস্থায় অপরের রাজ্যে বাস করিতে হইতেছে।

—আর একজন স্ত্রী চিকিৎসক আমেরিকা হইতে এ দেশে আগমন করিয়াছেন। ইনি বেরিলিতে একটি হস্পিটাল প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার নাম মিসেস্ সোয়েন।

—অকস্‌ফোর্ড কলেজে কয়েক জন জাপান দেশীয় যুবক অধ্যয়ন করিতেছে। ইহারা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন এবং ইংরেজদিগের নিকট ইহারা অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন।

কলিকাতার রঙ্গভূমি।

গত বৎসরের ন্যাশনাল থিয়েটরের বিষয় আমাদের পাঠকগণ অবগত আছেন। কলিকাতায় তখন উহা এক মাত্র প্রকাশ্য রঙ্গ-ভূমি ছিল। অভিনয় দর্শনানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই উহার অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন এবং আমরা বলিতে পারি যে ন্যাশানাল থিয়েটরের অভিনেতৃগণ আরম্ভের বৎসরেই সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ন্যাশনাল থিয়েটরের কয়েক জন অভিনেতৃ উক্ত থিয়েটর ছাড়িয়া দিয়া এক জন ধনী ব্যক্তির সাহায্যে গ্রেট ন্যাশনাল নামে আর একটী থিয়েটর স্থাপন করিয়াছেন। গত বৎসরের ন্যাশনাল থিয়েটরের উৎকৃষ্ট অভিনেতৃগণের কয়েক জন এ দলে আছেন, কয়েক জন অন্য দলে গিয়াছেন। দুই দলেই নূতন ২ অভিনেতৃ আনিতে হইয়াছে। তবে ন্যাশনালের নূতন অভিনেতৃগণ যেরূপ সুশিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছেন, গ্রেট্‌ন্যাশনালের নূতন অভিনেতৃগণ আজও সেরূপ সুশিক্ষিত হইয়া উঠিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ এই কারণে এবং অনুপযুক্ত নাটক নির্ব্বাচন দোষে গ্রেট ন্যাশন্যাল দল প্রথম দুই রাত্রে লোকের তত মনোরঞ্জন করিতে পারেন নাই। গ্রেট ন্যাশনালের রঙ্গ গৃহটী অপূর্ব্ব ও চিত্র-পট গুলি অতি সুন্দর। ন্যাশনালের নিজের গৃহ নাই ও চিত্র-পট গুলি পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলেই ভাল হয়। গ্রেট্ ন্যাশনালের কনসার্টটী জাঁকাল বটে, কিন্তু উহা আমাদের শ্রুতিসুখকর হয় নাই। ইংরাজি গতে মিষ্টতা থাকিতে পারে, কিন্তু উহা বাঙ্গালীর কাণে শুদ্ধ কর্কশ লাগেনা, অনেক সময় বিরক্তি জনক হইয়া উঠে। ন্যাশন্যালের ব্যাণ্ডটী অতি মনোহর। যবনিকা পড়িলে সংগীত শুনিবার লালসায় রঙ্গগৃহ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না।

বেঙ্গল থিয়েটর সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী সমাজে একটী নূতন জিনিষ। রঙ্গ ভূমিতে স্ত্রীলোকের অংশ স্ত্রীলোকের দ্বারা অভিনীত হইলে অভিনয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়। কিন্তু এই স্ত্রীলোকের অংশ সকল সমাজ-পরিত্যক্ত ধর্ম্ম-ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা অভিনীত হইলে জন সমাজে পাপ ও অমঙ্গল বৃদ্ধি হয় কি না, তাহা পরীক্ষা সাপেক্ষ। বেঙ্গল থিয়েটর কোম্পানী এই দুরুহ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের রঙ্গ-গৃহে কলিকাতার অনেক লোকেই অভিনয় দর্শনার্থ আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। নাটকাভিনয়ের উন্নতি করিতে গিয়া যদি সমাজের এক জন লোককেও আমাদিগকে পরিহার করিতে হয় তাহা হইলে সে ক্ষতির আর পুরণ হইবে না।

প্রেরিত।

একটী রাস্তার সংস্কারক আবশ্যক!

দামোদরের কাণানদী নামক একটি শাখা নদী আছে। প্রায় ২৫ বৎসর গত হইল কাপ্তেন ইম্পি সাহেব ইহার মোহানা বন্দ করিয়াছিলেন। প্রজাদিগের জলকষ্ট দেখিয়া জয়কৃষ্ণ বাবুর চেষ্টায় গবর্ণমেণ্ট সেই মোহানা খুলিয়া দিয়াছেন। ৫ দিবস হইতে কাণা নদীতে জল চলিতেছে। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে দামোদরের আর একটি শাখা এক মাসের মধ্যে খুলিয়া দেওয়া হইবে। এই শাখাটি খুলিবার নিমিত্ত প্রায় ১৷৷০ দেড় মাইল কাটিতে হইবে; ইহাতে যে সমস্ত জমি নষ্ট হইবে তাহা চকদিঘির জমিদারগণের অধিকারস্থ; কিন্তু অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় যে তাঁহারা বদান্যতার সহিত এ ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন। এই দুইটী শাখা নদী প্রবাহিত হইলে হুগলি ও বর্দ্ধমান জেলার লোকের অনেক উপকার হইবে। গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যটি শীঘ্র সমাপ্ত হইবে, কিন্তু এই একটি বিশেষ আবশ্যকীয় কার্য্যে তাঁহারা অগ্রাহ্য করিয়া রাখিয়াছেন। মেমারি রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে চকদিঘি পর্য্যন্ত মৃত্য সারদা প্রসাদ বাবু একটি উত্তম রাস্তা প্রস্তুত করেন; ইহাতে বাণিজ্যের বিশেষ উপকার হয়। সারদা প্রসাদ বাবু ঐ রাস্তা গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই তৈয়ারি রাস্তার সংস্কার না করাইয়া নষ্ট হইবার জন্য ফেলিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। বর্দ্ধমানের সাহেবেরা প্রায় দুই বেলা চকদিঘি আইসেন কিন্তু তাহারা বোধ হয় পাল্‌কির দ্বার বন্ধ করিয়া আইসেন। অতএব এই বক্তব্য যে এই রাস্তাটির উপর গবর্ণমেণ্ট যেন একবার মুখ তুলিয়া দেখেন।

৬ই জানুয়ারি ১৮৭৪ } বশম্বদ
শ্রীবি বি রায়।

ক্যাম্বেলী পাঠশালার শিক্ষকগণ।

মহাশয়, আমরা এমত কতকগুলি হতভাগ্য লোক আছি, যে আমাদের আর কিছুতেই ভদ্রতা নাই কারণ আমরা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদিগের সন্তান. স্বহস্তে চাষ, বা তদ্রূপ অন্য কোন কার্য্য দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে অক্ষম। যেহেতু দেশাচার বিরুদ্ধ হয়। দ্বিতীয়তঃ আমাদের পৈতৃক বৃত্তি, ব্রহ্মোত্তর বা মহত্রাণ জমিও কিছু নাই, যে তাহার উপস্বত্ব দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করি। তৃতীয়তঃ বাণিজ্য ব্যবসা করিবার সুবিধাও আমাদিগের নাই। কারণ একটি ব্যবসা আরম্ভের পূর্ব্বে মূলধন আবশ্যক করে। সে মূলধন আমরা কোথায় পাইব? হীনাবস্থা প্রযুক্ত কোন মহাজন বিশ্বাস করিয়া ধার দিতেও সম্মত হয় না। সুতরাং বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা থাকিলেও

আমরা অক্ষম হইয়াছি। তবে এক চাকুরি ভিন্ন আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহের আর কোন উপায় নাই বটে কিন্তু সে চাকরিও আবার নিতান্ত সহজ নহে। কারণ অধুনা ইংরাজী বিদ্যা না জানিলে চাকরি পাওয়া যায় না, আমরা ত ইংরাজী কেমন, তাহা চক্ষেও দেখিনাই, স্নুতরাং চাকরিও আমাদের পক্ষে দুর্ল্লভ হইয়াছে।

মহাশয়! শৈশব-অবস্থায় আমাদের অনেকেরই পিতৃ, মাতৃ বিয়োগ হইয়াছে। তদ্ধেতু আমরা ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিতে পারি নাই। তবে সৌভাগ্য ক্রমে ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর বাহাদুর আমাদের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত স্থানে স্থানে ট্রেনিং বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন এই নিমিত্ত আমরা যৎসামান্য কিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিক্ষা করতঃ গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষক পদে নিযুক্ত হইয়া মাসিক যৎকিঞ্চিৎ বেতন প্রাপ্তে অতি কষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি। নতুবা আমাদের দুঃখের পার ছিল না।

মহাশয়, 'উহাতেই যে আমাদের দুঃখের হ্রাস হইয়াছে, এমত বিবেচনা করিবেন না, বরং ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। কারণ ঐ যৎসামান্য বেতন, তাহাও আবার মাসে মাসে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দুই মাস গত হইয়া, তৃতীয় মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ অতীত না হইলে ডেপুটী ইনস্পেকটর বাবুরা উক্ত বেতন প্রদান করেন না। তাঁহারা বলেন যে "পাঠশালার শিক্ষকদিগকে মাসে মাসে বেতন দেওয়া গবর্ণমেণ্টের কোন নিয়ম নাই।' মহাশয়, পাঠশালার শিক্ষকদিগের অপরাধ কি?

মহাশয়, আমাদের দুঃখের কথা আর কত বলিব? সে সকল কাহিনী বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় আবার না বলিয়াও ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর বাহাদুর যখন বঙ্গদেশস্থ পল্লিগ্রাম সমূহে পাঠশালা স্থাপন করেন, তৎকালে তিনি শিক্ষক দিগের বেতন প্রথমতঃ মাসিক পাঁচ টাকা অবধারিত করিয়া দেন। কিন্তু পরে তিনি নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিলেন, যে এই সামান্য বেতনে শিক্ষকদিগের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া সাতিশয় দুরূহ হইবে। এই নিমিত্ত আবার ঐ প্রত্যেক পাঠশালার সঙ্গে সঙ্গে এক একটী রজনী বিদ্যালয়, এবং এক একটী বালিকা শ্রেণী সংস্থাপন করিয়া আরও কিছু কিছু বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন এবং ঐ টাকা প্রতি মাসেই প্রদান করিবার নিয়মও করিয়াছিলেন। তদনুসারে ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবুরা পাঠশালা পরিদর্শন করিতে আসিয়া আমাদিগকে টাকা প্রদান করিয়া যাইতেন। হতভাগ্য শিক্ষকদিগের দুরদৃষ্ট বশতঃ বর্ত্তমান গবর্ণর বাহাদুরের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়ায় সে সমুদায়ই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। রজনী বিদ্যালয়ের এবং বালিকা শ্রেণীর কার্য্যের নিমিত্ত বেতন ত প্রদানই করেন না। তবে পাঠশালার বেতন দেন বটে, কিন্তু তাহাও আবার ১০। ১২ বা ১৫ ক্রোশ হাটিয়া গিয়া ট্রেনিং স্কুল হইতে আনিতে হয়। যাহা হউক এই নিয়মটি সকল কর্ম্মচারিদিগের উপর প্রবর্ত্তিত হইলে বড় দুঃখ হইত না।

মহাশয়, গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর শিক্ষকদিগের শেষোক্ত বিদ্যালয় দুইটীর বেতন প্রদান করা কি কারণে রহিত করিলে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। অনুমানে বোধ হয় বুঝি এ হতভাগ্যদিগের বেতন কর্ত্তন করিয়া আড়াই টাকা সাহায্যের পাঠশালা সংস্থাপন হইয়া থাকিবে। অথবা তাহা কিরূপে বলিতে পারি? আমরা শুনিয়াছি যে, উক্ত পাঠশালা ক্যাম্বেল সাহেব বাহাদুরের নিজ ব্যয়ে সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং তজ্জন্যই উক্ত পাঠশালার নাম "ক্যাম্বেলি পাঠশালা" বলিয়া খ্যাত। অতএব তবে এ হতভাগ্য শিক্ষকদিগের বেতন কি নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তন করিলেন? এবং কর্ত্তন করিয়াই বা কি কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন।

বশম্বদ
শ্রী গি চ চ।
যশোহর, খালকুলা।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

জনৈক দর্শক—গত ১লা জানুয়ারী বারুইপুরের শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসালয়ের ৪র্থ সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন হয়। গত বৎসর এখানে ৪৯৬৪ জন রোগী উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে ৩৮৭৫ জন আরোগ্য লাভ করিয়াছে। ইহার শাখা রাজপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে ২৩৫৩ রোগীর মধ্যে ১৫৮১ জন আরোগ্য হয়।

বশম্বদ জনস্য—শুদ্ধ খুলনায় কেন ডাকের গোলমাল আজ কাল সর্ব্বত্র সমান। আপনার যে কর্ম্মচারীর উপর সন্দেহ হইয়া থাকে, তাহার নাম উক্ত বিভাগের ইনস্পেকটর কি সব ইনস্পেকটরকে জানাইবেন, আমরা ভরসা করি বাবু মতিলাল বকসী এবিষয়ে বিশেষ তদন্ত করিবেন।

শ্রীরাজীবলোচন দাস—রঙ্গপুর জেলার কুণ্ডীস্থ জমিদার চন্দ্রমোহন বাবু ও তাঁহার ভ্রাতা মধুসূদন বাবু চারি ক্রোশ লম্বা একটি রাস্তা সংস্কার করাইতেছেন। ইহাতে লোকের বিশেষ উপকার হইবে। চন্দ্রমোহন বাবু ও রঙ্গপুরস্থ অন্যতর জমিদার দক্ষিণামোহন বাবু প্রজাদিগের নিকট হইতে এ কিস্তির খাজনা লওয়া মহুকুব রাখিয়াছেন। অন্যান্য জমিদারদিগকে ইহাঁদের পথ অনুসরণ করিতে পত্রপ্রেরক অনুরোধ করিয়াছেন।

এক জন পাঠক, বরাহ নগর—আপনার পত্রখানি পাঠ করিয়া "ঘরে কে? কলা খাই না" র গল্পটি মনে পড়িল। আপনাদের মিউনিসিপালিটির সম্পাদকের বিরুদ্ধে কেহ দরখাস্ত করিয়াছে এই সন্দেহ করিয়া আপনি তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, কিন্তু এরূপ পক্ষ সমর্থনে তাঁহার ক্ষতি বই লাভ হইবে না।

K. L. Ghose। ইংরাজী প্রেরিত পত্র আমরা ছাপি না।

স্বদেশ হিতৈষী—আপনার পত্র সম্পূর্ণ গ্লানি সূচক। আপনার পত্র প্রকাশ করিলে দেশের হিতসাধন হউক না হউক, আপনাকে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকেও কিছু দিন শ্রীঘর দর্শন করিতে হইবে।

লামারবাজারবাসি মহাজনগণ—চট্টগ্রাম সহরে ভয়ানক ওলাউঠা হইতেছে বিশেষতঃ এই লামার বাজারে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবিরাজ পণ্ডিত রমানাথ সেনের ছাত্র বাবু তারাচরণ মুখোপাধ্যায়ের চিকিৎসায় অনেকেরই প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। পণ্ডিতবর রমানাথ সেনও যেরূপ দয়াশীল ও কাঙ্গালের পিতা ইহার ছাত্র তারিণী বাবুও তদ্রূপ। জগদীশ্বর ইহাদিগকে দীর্ঘজীবী করুন।

বিজ্ঞাপন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

মগরায় কোক্ অগৃহীত রহিয়াছে।

গত ৩১ এ অক্টবর এক গাড়ী বোঝাই কোক্ মগরা, রামগতিচরণ দের নামে রাণীগঞ্জ হইতে রওনা হইয়া মগরা ষ্টেশনে পড়িয়া রহিয়াছে। যদি অদ্যকার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে উহার সমুদায় খরচা দিয়া উহা গৃহীত না হয় তাহা হইলে উহা প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা যাইবে।

সিসিল ষ্টিফেনসন্।

কলিকাতা, ১০ই জানুয়ারি, ১৮৭৪।

উত্তম বেঙ্গল রম ১।′ ডজন ৯ ।১ বোতল ৮/০ । ১ পাইট ।৴০। ডিষটেলার শ্রীযুত ঈশ্বর চন্দ্র সাহা কোং সোল এজেণ্ট শ্রীযুত সাহা কোং ২৫ নং ডেলহৌষি স্কয়এর কলিকাতা।

Wanted immediately a 2nd Master for the Burpetta Higher Class English School, salary Rs. 60 per mensem. Also

A 3rd Master for the above school salary Rs. 40 per mensem.

Apply with copies of testimonials to—

A. C. CAMPBELL, ESQ,
Assistant Commissioner President Higher ClassEnglish School.

বিজ্ঞানসার উপক্রমণিকা ২২২ পৃষ্ঠা ৬৩ খানি চিত্র সম্বলিত মূল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ৵০ আনা। বাঙ্গালা ও মাইনর ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট সমুদায় বিজ্ঞানই ইহাতে আছে।

বিজ্ঞানসার সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের মত।

This work is eminently fitted as a text book for schools * * It can be safely used for the purpose of scientific instruction. The production does credit to his (author's) abilities and scholarship.—*Indian Mirror* Aug. 23.1872.

The author Baboo Beereshur Panda deserves great credit for the attempt he hs made. * * * The book will form a good text for schools.—*Hindoo Patriot* Aug. 26. 1872.

গ্রন্থ খানি যে কেবল সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে এমন নহে, ইহাতে অতি সরল প্রাণালীও অবলম্বিত হইয়াছে। অল্পমাত্র সাহায্য লাভ হইলে বালক বালিকারা এখানি অনায়াসে বুঝিতে পারিবে।—সোমপ্রকাশ, ২১শে ফাল্গুন।

বাঙ্গালা ও মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের এপুস্তক পাঠে বিশেষ উপকার হইবে।—অমৃত বাজার পত্রিকা।

লীলাবতী প্রথম ভাগ। সংস্কৃত অনুবাদিত মূল্য ॥০ আনা।

বাঙ্গালা শিক্ষা প্রথম ভাগ বর্ণপাঠ, মূল্য ৵০। ইহাতে সুপ্রাণালীতে বালক শিক্ষা হইতে পারিবে।

উক্ত পুস্তক ত্রয় কলকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, কেনিং লাইব্রারি এবং কৃষ্ণনগর গোবিন্দ সড়ক বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

হেমলতা, বীররসাত্মক নাটক।

শ্রীহরলাল রায় প্রণীত; মূল্য ১ ডাক মাসুল ৵০ কলিকাতা অমৃত বাজার পত্রিকা প্রেস, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট নামক গলি ৭নং বাড়ীতে ও সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে প্রাপ্তব্য।

নয়শো রূপেয়া।

নাটক।

অমৃত বাজার পত্রিকা আফিসে এবং কলেজ ষ্ট্রীট কেদারনাথ চাটুর্য্যে কোম্পানির পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য একটাকা। ডাক মাশুল /০ আনা।

আমিতো উন্মাদিনী।

নাটক।

মূল্য ।৵০ আনা। ডাক মাশুল /০ আনা। অমৃতবাজার পত্রিকা আফিস ও পাবনার অন্তর্গত চাটমোর, হরিপুর, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চৌধুরীর নিকট প্রাপ্তব্য।

☞এই পত্রিকা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি ৫২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্রনাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।